Biddabari
your success benchmark

BCS

প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

Biddabari
your success benchmark

পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত বিসিএস প্রিলিমিনারি Syllabus

বিষয়: নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

পূর্ণমান: ১০

1. **Definition of Values Education and Good Governance**
   [মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সংজ্ঞা]
2. **Relation between Values Education and Good Governance**
   [মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক]
3. **General Perception of Values Education and Good Governance**
   [মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের সাধারণ ধারণা]
4. **Importance of Values Education and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals**
   [নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তির জীবনে সমাজ এবং জাতীয় আদর্শ গঠনে মূল্যবোধের শিক্ষা এবং সুশাসনের গুরুত্ব]
5. **Impact of Values Education and Good Governance in national development**
   [জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের প্রভাব]
6. **How the element of Good Governance and Values Education can be established in society in a given social context**
   [সুশাসন এবং মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান কীভাবে প্রদত্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়]
7. **The benefits of Values Education and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence**
   [মূল্যবোধ শিক্ষা এবং সুশাসনের উপযোগিতা এবং অভাবজনিত প্রভাব]

সূচিপত্র

লেকচার নং	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার- ০১	Ethics (নৈতিকতা), Values (মূল্যবোধ)	১-১৬
লেকচার- ০২	Good Governance and Values (সুশাসন ও মূল্যবোধ)	১৭-৩৬

Piddabari
your success benchmark

BCS প্রিলি. লেকচার শিট নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

লেকচার ০১

Lecture Contents

- ❑ নৈতিকতা (Ethics)
- ❑ মূল্যবোধ (Values)

সিলেবাস আলোচনা

শিক্ষক PSC'র পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বিশ্লেষণ আকারে আলোচনা করবেন।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Morality'। ইংরেজি Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Moralitas' থেকে যার অর্থ 'সঠিক আচরণ বা চরিত্র।' গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা-

১. সক্রেটিস বলেছেন, 'সৎ গুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অন্যায় করতে পারেন না এবং ন্যায় বোধের উৎস হচ্ছে 'জ্ঞান' (knowledge) এবং অন্যায়বোধের উৎস হচ্ছে 'অজ্ঞতা' (ignorance)। পরবর্তীতে রোমান দার্শনিকরা প্রথাগত আচরণের অর্থে 'mas' কথাটি ব্যবহার করেন। ল্যাটিন এই 'mas' শব্দ থেকেই Morals ও Morality (নৈতিকতা) শব্দের উদ্ভব ঘটেছে।

২. জোনাথন হেইট (Jonathan Haidt) মনে করেন, 'ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ- তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব হয়েছে।' নীতিবিদ ম্যুর বলেছেন, 'শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।'

৩. Cambridge International Dictionary of English-এ বলা হয়েছে যে, 'নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি গুণ, যা প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।'

৪. নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Collins English Dictionary-তে বলা হয়েছে যে, 'Morality is concerned with on negating to human behaviour. especially the distinction between good and bad and right and wrong behaviour.' নৈতিকতা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণার সমষ্টি যা মানুষকে সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ মানসিক বিষয়। এটি হলো মানবমনের উচ্চ গুণাবলি। নৈতিকতা বা নীতিবোধ একান্তভাবেই মানুষের হৃদয়-মন থেকে উৎসারিত। নৈতিকতা বা নীতিবোধের বিকাশ ঘটে মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ বা অনুভূতি থেকে। শুধুমাত্র আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান নাগরিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়।

৫. আর. এম. ম্যাকাইভার এ জন্যই বলেছেন যে, 'Law does not and can not cover all grounds of morality'

⇒ নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য:

১. নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি।
২. নৈতিকতা ব্যক্তি মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।
৩. যে আচরণের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে ঐচ্ছিক আচরণ বলে।
৪. নৈতিকতা একটি সার্বজনীন প্রত্যয়, তবে কিছু নৈতিকতা আছে, যা আপেক্ষিক, যেমন: মদ্যপান।
৫. নৈতিকতা একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ। অর্থাৎ নৈতিকতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।
৬. নৈতিকতা লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো সামাজিক ঘৃণা।

⇒ মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য :

১. নৈতিকতা ব্যক্তির ভালো-মন্দ; পক্ষান্তরে মূল্যবোধ সমাজের ভাল- মন্দ।
২. নৈতিকতা সর্বদা ব্যক্তির ইতিবাচক দিক; মূল্যবোধ ব্যক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দুই হতে পারে।
৩. নৈতিকতা সর্বদা ঐচ্ছিক আচরণ সংশ্লিষ্ট; মূল্যবোধ সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

Note: অনেক সময় নৈতিকতা বিরোধী মূল্যবোধ সমাজে থাকতে পারে, তবে নৈতিকতা বিরোধী মূল্যবোধ সমাজে টেকসই হয় না। যেমন: সতীদাহ প্রথা।

Note: সমাজের সর্বস্তরেও নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা এবং লালনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে National Integration policy-2012) বা জাতীয় শুদ্ধাচার নীতি-২০১২ নামে একটি নীতি গ্রহণ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. নৈতিকতা হলো– ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপার।
২. নৈতিকতার রক্ষাকবচ– বিবেকের দংশন।
৩. নৈতিকতার আরেক নাম– মূল্যবোধ।
৪. নৈতিকতা বিকাশের লালনক্ষেত্র– সমাজ।
৫. নৈতিকতার বিধান– ঐচ্ছিক।
৬. নৈতিকতার ধারণা– সার্বজনীন।
৭. নৈতিকতা একটি– মানসিক বিকাশ।
৮. নৈতিকতা হল– অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট।
৯. নৈতিকতার পরিধি– আইনের চেয়ে বড়।
১০. নৈতিকতা ভিন্ন হতে পারে– দেশ-কাল-পাত্র ভেদে।
১১. নৈতিকতা পরিচালিত হয়– সামাজিক বিবেকের দ্বারা।
১২. নৈতিকতা প্রয়োগ করে না– রাষ্ট্র।
১৩. নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে তোলে– উপযুক্ত শিক্ষা।
১৪. বাংলাদেশে 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন– আরজ আলী মাতুব্বর।
১৫. গোল্ডেন মিন হলো– দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী অবস্থা।
১৬. নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান হলো– সততা ও নিষ্ঠা।
১৭. আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি'। এটি– নৈতিক অনুশাসন।
১৮. ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি হলো– পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ, আইনের শাসন, অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ।
১৯. ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়– সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ।
২০. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো– সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।
২১. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়– ঐচ্ছিক ক্রিয়া।
২২. সমাজের প্রথা, আদর্শ, ধর্ম, ন্যায়বোধ হতে জন্ম হয়– নৈতিকতার।
২৩. সামাজিক নৈতিকতার ফসল হলো– নৈতিক অধিকার।
২৪. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে যা করণীয়– ন্যায়-নীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
২৫. নীতিশাস্ত্র হলো– দর্শনের একটি শাখা।
২৬. নীতিশাস্ত্রের দুটি প্রধান দিক হলো– তত্ত্বের দিক ও তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক।
২৭. নীতিবোধের বিকাশ ঘটে– মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বোধ থেকে।
২৮. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে বলে– শুদ্ধাচার।
২৯. নৈতিকতার আলোচ্য বিষয়– সমাজ ও মানুষ।
৩০. আইনের সাফল্য নির্ভর করে– নৈতিকতার উপর।
৩১. নৈতিকতা হলো– সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণ বিধি।
৩২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ অসম্ভব যেটির উপস্থিতিতে– দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি।
৩৩. নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি– চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে।
৩৪. ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি মানদণ্ডে চলার চেষ্টা করে– নীতিবান মানুষ।
৩৫. নৈতিকতা হলো নীতিগঠিত বা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা– মূলনীতি, সৎ নীতি বা উৎকর্ষ নীতিকে ধারণ করে।
৩৬. নৈতিকতা হলো– একটি গুণ যা ভালো আচরণ, মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৩৭. নৈতিক শিক্ষা শুরু হয়– পারিবারিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিয়ম-নিষ্ঠা, সহনশীলতা ইত্যাদি দ্বারা।
৩৮. নৈতিকতা যে ধরনের গুণ– সামাজিক গুণ।
৩৯. নৈতিকতার প্রধান উৎস হলো– বিবেক।
৪০. নৈতিকতা হলো– দর্শন শাস্ত্রের শাখা।
৪১. নৈতিকতা কাজ করে– আইনের ভিত্তি হিসেবে।
৪২. নৈতিকতাবোধ রাজনীতিকে করে তোলে– মহান, সুস্থ, সবল ও অর্থপূর্ণ।
৪৩. নীতিবিদ্যায় 'আচরণ' শব্দটির অর্থ– উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া।
৪৪. নীতিবিদ্যার সাদামাটা সংজ্ঞা হলো– নীতিবিদ্যা হলো নৈতিকতার তাত্ত্বিক পরীক্ষণ।
৪৫. নৈতিক অবধারণ হলো– যে অবধারণ আচরণের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে গঠিত।
৪৬. নৈতিক মানদণ্ড হলো– মানুষের আচরণের ভালো-মন্দের নির্ধারক।
৪৭. নৈতিক মূল্য যে মূল্য থেকে উদ্ভূত– ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য থেকে।
৪৮. নৈতিক ভাবাবেগ হলো– ভালো কাজ করলে আমাদের মনে যে প্রীতির ভাব এবং মন্দ কাজ করলে অপ্রীতির ভাব জাগে।
৪৯. নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হলো– এমন এক ধরনের অনুশাসন, যা আমাদেরকে নৈতিক নিয়ম পালন করতে বাধ্য করে।
৫০. নীতিবিদ্যা যে আচরণের নৈতিক বিচার করে থাকে– মানবাচরণের।
৫১. নৈতিক জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো– নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি (Moral introspection)।
৫২. নৈতিক আদর্শ বিষয়ক বিবর্তনকারী মতবাদের প্রবর্তক– হার্বার্ট স্পেন্সার।
৫৩. নীতিবিদ্যা বিষয়ে ঐতিহাসিক চিন্তনের লক্ষ্য– নৈতিকতা সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া।
৫৪. নীতিবিজ্ঞান যে বিষয়ের ভালো ও মন্দ নিয়ে আলোচনা করে– মানুষের আচরণের।
৫৫. পরানীতিবিদ্যার সূচনাকারী হলেন– জি. ই. মুর (G.E. Moore)।
৫৬. পরানীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Metaethics।
৫৭. পরানীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়– নৈতিক ভাষার অর্থ ও যুক্তি।
৫৮. পরানীতিবিদ্যার প্রধান কাজ– নৈতিক উক্তি বা ধারণার ব্যাখ্যা ও ভাষাগত বিশ্লেষণসহ নৈতিক পদের সাথে নৈতিক বচন বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিরূপণ করা।
৫৯. নৈতিকতা শব্দটি ইংরেজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। এ শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Ethica থেকে, আবার Ethica শব্দটি এসেছে Ethos থেকে। শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আচার-ব্যবহার বা চরিত্র বা রীতিনীতি বা অভ্যাস। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নৈতিকতা বলতে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বোঝায়।
৬০. নৈতিকতা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা মূলনীতি ধারণ করে।
৬১. নৈতিকতা একটি গুণ যা ভালো আচরণ অথবা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৬২. নৈতিকতা হলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণবিধি। জোনাথান হ্যাইট বলেছেন, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব ঘটতে পারে।
৬৩. নৈতিকতার উদ্দেশ্য সৎ ও ন্যায়বান মানুষ সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সার্বিক উন্নতি সাধন এবং নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করা।
৬৪. নৈতিকতার শিক্ষা শুরু হয় পারিবারিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিয়ম-নিষ্ঠা, সহনশীলতা ইত্যাদি থেকে।
৬৫. প্লেটো, এরিস্টটলের সময়ে আইনসমূহ নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
৬৬. এরিস্টটল বলেছেন, সুন্দর জীবনের স্বার্থেই আইন বিদ্যমান থাকে।
৬৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন ও নৈতিকতার উৎপত্তিস্থল অভিন্ন।
৬৮. আইনের উদ্দেশ্য সুনাগরিক সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
৬৯. নৈতিকতার উদ্দেশ্য সৎ ও ন্যায়বান মানুষ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের শান্তি ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।
৭০. আইনের সাফল্য নির্ভর করে মূলত নীতিবোধের ওপর।

এক কথায় উত্তর

১. **নীতিবিদ্যা কাকে বলে?**
উত্তর: যে বিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ভালো গুণাবলীর কোন একটি বিশেষ আদর্শের আলোকে বিচার করে তাকে নীতি বিদ্যা বলে।

২. **নীতিবিদ্যার ইংরেজি শব্দ কী?**
উত্তর: Ethics

৩. **Ethics কোন শব্দ থেকে এসেছে?**
উত্তর: গ্রিক শব্দ Ethos থেকে।

৪. **নৈতিকতা কী?**
উত্তর: যা নৈতিক দিক থেকে ভালো ও ন্যায়কে বুঝায়।

৫. **ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ কী এক?**
উত্তর: আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও ভিন্ন।

৬. **নৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?**
উত্তর: ভালো, ন্যায়, সদগুণ ইত্যাদি।

৭. **নৈতিক সংকটের কারণ কী কী?**
উত্তর: ১. মূল্যবোধের অবক্ষয়, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. অপসংস্কৃতি, ৪. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ও ৫. সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি।

৮. **নৈতিক সংকট দূরীকরণ বা রোধের উপায় কী কী?**
উত্তর: ১.মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ২. সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৩. সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন-যাপন করা প্রভৃতি।

৯. **'A Manual of Ethics'-গ্রন্থের লেখক কে?**
উত্তর: ম্যাকেঞ্জি।

১০. **"Theory of Good and Evils"-গ্রন্থের লেখক কে?**
উত্তর: রাসড্যাল।

১১. **অনৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?**
উত্তর: মন্দ, অসৎ, অন্যায় ইত্যাদি।

১২. **অনৈতিক ক্রিয়া কী?**
উত্তর: যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ নেই তাকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন- মন্দ, অসৎ অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক গুণহীন।

১৩. **নৈতিক অনুমোদন কয় প্রকার ও কী কী?**
উত্তর: দুই প্রকার। যথা : ১. বাহ্যিক অনুমোদন ও ২. অভ্যন্তরীণ অনুমোদন।

১৪. **সব নৈতিকতার শেষ অনুমোদন কী?**
উত্তর: বিবেকপ্রসূত অনুভূতি।

১৫. **কান্টের নৈতিক নীতিমালা কীসের উপর নির্ভরশীল?**
উত্তর: শুদ্ধ বুদ্ধির উপর।

১৬. **কান্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি বলতে কী বুঝিয়েছেন?**
উত্তর: শুদ্ধ বুদ্ধির প্রয়োগিক দিককে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলেছেন।

১৭. **মানুষের মহত্ত্ব কোথায় নিহিত?**
উত্তর: মানুষ যে আইন প্রণয়ন করে সে আইনের প্রতি নিজেকে অনুগত করে। এখানেই মানুষের মহত্ত্ব নিহিত।

১৮. **ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে?**
উত্তর: নিজে স্বেচ্ছায় যে ক্রিয়া করে তাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে।

১৯. **কান্ট সদিচ্ছা বলতে কী বুঝিয়েছেন?**
উত্তর: শর্ত ছাড়া যে ইচ্ছা পরিচালিত হয় তাকে সদিচ্ছা বলে।

২০. **কান্ট 'কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন কেন?**
উত্তর: সদিচ্ছার ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্য।

২১. **নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?**
উত্তর: ২টি- ১. ব্যবহারিক ও ২. তাত্ত্বিক।

২২. **নৈতিক আত্মস্বার্থবাদের প্রাচীন প্রবক্তা কারা?**
উত্তর: এপিকিউরিয়ানরা।

Teacher's Work

১. **'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' –ধারণাটির প্রবর্তক কে?** *[৪৩ বিসিএস]*
ক) ইমানুয়েল কান্ট খ) হার্বার্ট স্পেন্সার গ) বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ) অ্যারিস্টটল — ক

২. **কে কর্তব্যের নৈতিকতার ধারণা প্রবর্তন করেন?** *[৪১ বিসিএস]*
ক) হ্যারল্ড উইলসন খ) এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন গ) জন স্টুয়ার্ট মিল ঘ) ইমানুয়েল কান্ট — ঘ

৩. **বাংলাদেশে 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন-** *[৪০তম বিসিএস]*
ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লা খ) জি. সি দেব গ) আরজ আলী মাতুব্বর ঘ) আবদুল মতীন — গ

৪. **নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কী?** *[৩৭তম বিসিএস]*
ক) সততা ও নিষ্ঠা খ) কর্তব্যপরায়ণতা গ) মায়া ও মমতা ঘ) উদারতা — ক

৫. **কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?** *[৩৭তম বিসিএস]*
ক) পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
খ) আইনের শাসন
গ) সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
ঘ) অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চিতকরণ — গ

৬. **নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়–** *[৩৬তম বিসিএস]*
ক) মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে
খ) বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
গ) দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদণ্ড বা আচরণবিধি
ঘ) উপরের তিনটিই সঠিক — ঘ

৭. **নৈতিকভাবে বলা হয় মানবজীবনের–** *[৩৬তম বিসিএস]*
ক) নৈতিক শক্তি খ) নৈতিক বিধি গ) নৈতিক আদর্শ ঘ) সবগুলোই — গ

৮. **নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?**
ক) Nature খ) Value গ) Morality ঘ) Liberty — গ

মূল্যবোধ (Values)

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে মূল্যবোধের বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

স্টুয়ার্ট সি. ডড- বলেন	"সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে বা ব্যক্তি সমাজের নিকট পেতে চায়।"
এইচ. ডি. স্টেইন- এর মতে,	"জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকেই মূল্যবোধ বলে।" সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

মূল্যবোধের প্রকৃতি ও উৎপত্তি

দর্শনে মূল্যবোধ নিয়ে পাঠ করা অধ্যায়ের নাম হলো তত্ত্ববিজ্ঞান (Axiology)। নীতিশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্ব যুগপৎভাবে তত্ত্ববিজ্ঞানে আলোচিত হয়। তত্ত্ববিজ্ঞান **মূল্যবোধের প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে।**

Values ইংরেজি শব্দটি value শব্দের বহুবচন। যার শাব্দিক অর্থ-

১. কোন ব্যক্তির নীতি বা আদর্শ
২. ব্যক্তির আচরণের মানদণ্ড
৩. নৈতিকতা
৪. আচরণবিধি
৫. আচরণের মানদণ্ড

অন্যদিকে Values বা মূল্যবোধ এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তি থেকে প্রত্যাশা করা হয় এবং যেখানে ব্যক্তির সামগ্রিক দিক প্রতিফলিত হয়। এদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে Values শব্দটির অর্থ-

মূল্য বা গুরুত্ব (Worth)
উপকারিতা (Benefit)
সুবিধা (Advantage)
সদগুণ (Merit)
সাহায্য (Help)
কার্যকারিতা (Avail)

Values শব্দটির উপর্যুক্ত অর্থ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি বিমূর্ত ও আদর্শিক ধারণা যা মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

মূল্যবোধের ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় এবং এটি বিকশিত করে নানা বৈশিষ্ট্য। মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে। সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারিত হয় মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে। মূল্যবোধ কোন আইন নয় তবে ইহা সমাজের বৃহৎ অংশ দ্বারা অনুমোদিত। মূল্যবোধ মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা। মূল্যবোধের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

১. মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তিই হচ্ছে মূল্যবোধ।
২. মূল্যবোধ সমাজের মানুষকে একসূত্রে আবদ্ধ করে।
৩. এটা মূলত এক প্রকার সামাজিক নৈতিকতা।
৪. মূল্যবোধ আপেক্ষিক অর্থাৎ দেশ, জাতি, সমাজ ও প্রকৃতিভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য সৃষ্টি হয়।
৫. মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময় ও আপেক্ষিক। আজ যা মূল্যবোধ বলে পরিগণিত, কাল তা সেভাবে বিবেচিত নাও হতে পারে।
৬. সমাজের রীতি- নীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়।
৭. বৈশ্বিক মহামারি মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
৮. মূল্যবোধ একটি বিমূর্ত ও আদর্শিক ধারণা ।
৯. মূল্যবোধ পরিমাপের নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নেই, তবে মূল্যবোধ উৎকৃষ্ট সমাজ পরিমাপের অন্যতম মানদণ্ডস্বরূপ।
১০. মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে মূল্যবোধ।
১১. মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।
১২. মূল্যবোধ ভাঙ্গলে বা অমান্য করলে শাস্তি হয় না।
১৩. মূল্যবোধ সুদৃঢ় করার অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা।
১৪. সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারিত হয় মূল্যবোধের অগ্রগতির সূচকে।
১৫. মূল্যবোধ সমাজভেদে ভিন্ন হলেও কিছু মূল্যবোধ (সত্য, ন্যায়, সুন্দর) চিরন্তন বা সর্বজনীন।
১৬. এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

সাধারণ দৃষ্টিতে মূল্যবোধ ৫ প্রকার: যথা-

ক. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
খ. দলীয় মূল্যবোধ
গ. সমষ্টিগত বা সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং
ঙ. পেশাগত মূল্যবোধ।

⇒ **প্রভাবগত মাত্রার বিচারে কার্যকারিতার ভিত্তিতে মূল্যবোধ তিন প্রকার। যথা-**

ক. চরম মূল্যবোধ
খ. মাধ্যমিক মূল্যবোধ এবং
গ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ।

⇒ **উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যবোধ চার প্রকার। এগুলো হলো-**

ক. উপায়গত মূল্যবোধ
খ. উদ্দেশ্যগত মূল্যবোধ
গ. সুস্পষ্ট মূল্যবোধ এবং
ঘ. চাপহীন মূল্যবোধ।

⇒ **ব্যবহারিক বা আচরণের ভিত্তিতে মূল্যবোধ দুই প্রকার। যথা:**

ক. মুখ্য বা প্রধান মূল্যবোধ
খ. বন্ধনাপ্রসূত মূল্যবোধ।

⇒ **পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:**

ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
ঘ. আধুনিক মূল্যবোধ
ঙ. নান্দনিক মূল্যবোধ
চ. ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং
ছ. যুক্তিগত মূল্যবোধ।

⇒ **উপর্যুক্ত মূল্যবোধ ছাড়াও আরো বেশ কয়েক ধরনের মূল্যবোধ আছে। যেমন:**

১. আইনগত মূল্যবোধ
২. নৈতিক মূল্যবোধ
৩. ক্রীড়াসংক্রান্ত মূল্যবোধ
৪. চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবোধ
৫. কারিগরি মূল্যবোধ
৬. তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
৭. প্রয়োগিক মূল্যবোধ ইত্যাদি।
৮. সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ
৯. শিক্ষাগত মূল্যবোধ
১০. জীবনের মূল্যবোধ
১১. ভাষার মূল্যবোধ
১২. আবেগিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বা ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ
২. সামাজিক ন্যায়বিচার
৩. শৃঙ্খলাবোধ
৪. সহনশীলতা
৫. সহমর্মিতা
৬. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
৭. শ্রমের মর্যাদা
৮. আইনের শাসন
৯. সন্তানদের সুশিক্ষা
১০. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ
১১. সরকারের জনকল্যাণমুখীতা
১২. সততা
১৩. ন্যায়পরায়ণতা
১৪. একতা ইত্যাদি

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

ক. সমাজের পরিকল্পিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনে।
খ. জাতিসত্ত্বার বিকাশ পরিপূর্ণতা পায়।
গ. সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করে।
ঘ. আচরণ নিয়ন্ত্রণ।
ঙ. নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা।
চ. সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ।
ছ. মানব সম্পদের উন্নয়ন।
জ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
ঞ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। আর এক্ষেত্রে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসন একীভূত হয়ে কাজ করে।

তথ্য কণিকা

১. সুশাসনের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
২. সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না- গণতন্ত্র ছাড়া।
৩. সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যে শাসনের লক্ষ্য- সুশাসন।
৪. আধুনিক বিশ্বে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান- গণতন্ত্রমুখী।
৫. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যে ধারণায় সুশাসন ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হয়- জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।
৬. পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।
৭. পরিত্রাণের উপায় হিসেবে যে ধরনের শাসন থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে- ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।
৮. সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফল হবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
৯. বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি- সুশাসন।
১০. বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে তেমন লক্ষ্য করা যায় না- আইনের শাসন।
১১. জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- সুশাসন ব্যবস্থার।
১২. রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না- সুশাসন।
১৩. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
১৪. সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক- দুর্নীতি।
১৫. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ- বৃদ্ধি পায়।
১৬. সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি- জনগণের অংশগ্রহণ।
১৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা- সরকারের দায়িত্ব।
১৮. দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে- সুশাসন।
১৯. দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়- দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
২০. প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়- সুশাসন।
২১. দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
২২. প্রশাসনযন্ত্রের মূল ধারক-বাহক হলো- সরকার।
২৩. মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে- গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
২৪. সুশাসনের প্রথম পক্ষ সরকার- দ্বিতীয় পক্ষ হলো জনগণ।
২৫. গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না- সুশাসনের অস্তিত্ব।
২৬. সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে- দুর্নীতি হতে।
২৭. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার- সুশাসন।

মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য

আধুনিক শিক্ষা চিন্তাবিদদের মতে, মূল্যবোধ শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে– ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতার নিরিখে এমন সব গুণাবলির বিকাশ সাধন করা যা তাদেরকে সৎ, সাহসী ও আদর্শ নাগরিক হতে সাহায্য করবে। মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো–

১. একটি দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
২. সামগ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে- মূল্যবোধ শিক্ষা।
৩. প্রচলিত শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্যের একটি প্রধান দিক হল- মূল্যবোধ শিক্ষা।
৪. ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির মনোভাব জাগ্রত হয় মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে।
৫. মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি হলো- মূল্যবোধ।
৬. মূল্যবোধ শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য- সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
৭. ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে সাহায্য করা- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
৮. মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, পরিবেশের প্রতি, সকল ধর্মের প্রতি সঠিক ও যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। ।
৯. চিন্তা, কর্মে ও অভ্যাসে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল করা এবং ধর্ম, ভাষা ও জাত-পাতের উর্ধ্বে তাদের বুদ্ধির মুক্তিলাভে সাহায্য করা- মূল্যবোধ শিক্ষার।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা

(Establishment in Society the Elements of Values Education) মূল্যবাধের শিক্ষা মানুষ প্রতিনিয়তই গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন-

১. মূল্যবোধ শিক্ষা অন্তরে পোষণ ও মূল্যবোধকে পুরস্কৃত করা।
২. চিন্তার স্বাধীনতা ও বাছাইয়ে মূল্যবোধকে ক্ষমতা প্রদান।
৩. পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিবেশীদের সাথে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
৪. ইতিবাচক চিন্তা করা।
৫. সহাবস্থানের শিক্ষা লাভ করা।
৬. মানব মর্যাদাকে সম্মান করা।
৭. সত্যবাদিতার শিক্ষা প্রদান করা।
৮. সমাজের বৃহত্তম ক্ষেত্রে যোগাযোগ করা। যেমন - গণমাধ্যম ও কর্মস্থান।
৯. বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার উন্নতি করা।
১০. সম্প্রদায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
১১. পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা।
১২. শিক্ষা ও নৈতিকতার গল্পের মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা।
১৩. নিজের এবং অন্যদের ব্যক্তিগত আচরণ পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করা।
১৪. মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধ চর্চা করা।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব

(The impact of values education and good governance on national development) :

১. সামাজিক বিবেক সম্পন্ন মানব শ্রেণি তৈরিতে সহায়তা করে।
২. শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।
৩. পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, পছন্দ ও স্বচেতনাকে আকার প্রদান করে। ইতিবাচক মূল্যবোধ, ইতিবাচক কার্যফল প্রদান করে।
৪. পরিবার, সমাজ, জাতি এবং পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ আত্মস্থ করতে সাহায্য করে। মূল্যবোধ মানুষের সামগ্রিক প্রবৃত্তিকে উন্নত করে।
৫. মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও টেকসই জীবনযাত্রার উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।
৬. জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় সংহতি সমাজের উন্নতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে।
৭. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে।
৮. রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংহত হয়।
৯. রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন বিরোধী দল এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
১০. জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হয়।
১১. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
১২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৩. আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
১৪. নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত, সৎ কাজের আগ্রহ এবং অসৎ কাজে ঘৃণাবোধের জন্ম হয়।
১৫. মূল্যবোধের চর্চা ও এর অবক্ষয় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।
১৬. শিশু ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে।
১৭. শিক্ষার্থীদের সফল পেশাজীবন পছন্দ করতে সাহায্য করে।
১৮. মূল্যবোধ মানুষের সফলতার স্বপ্নের নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।
১৯. রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা আসে, কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
২০. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপযোগিতা

(Applicability of values and good governance) :

১. সমাজের সকল মানুষের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেমন- স্কুল, কলেজ, বিশ্বদ্যিালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা প্রভৃতিতে শৃঙ্খলাবোধ বিরাজ করে।
৩. সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।
৪. সমাজে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ বেড়ে যায়।
৫. রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, জবাবদিহিতার মানসিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, ভোটাধিকারের সৎ ব্যবহার করা ইত্যাদি সম্পর্কে নাগরিকরা সচেতন হয়।
৬. জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়।
৭. শিক্ষা ও মানব সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটে।
৮. মূল্যবোধ গঠিত হয়- স্বাধীনভাবে।
৯. সমাজের চালিকা শক্তি হলো- মূল্যবোধ।
১০. মূল্যবোধ দৃঢ় হয়- শিক্ষার মাধ্যমে।
১১. কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়- মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
১২. জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি হলো- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
১৩. সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান- মূল্যবোধ।
১৪. রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়।
১৫. মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৬. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৭. সমাজের মানুষের মধ্যে নীতি ও ঔচিত্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮. সমাজে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ সকলের প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯. আইনের দৃষ্টিতে সমাজের সকল মানুষ সমানভাবে বিবেচিত হয়।
২০. স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হয়।
২১. আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
২২. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
২৩. রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।
২৪. রাষ্ট্রের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বিরাজ করে।
২৫. মূল্যবোধ সম্পৃক্ত- সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও আদর্শের সাথে।
২৬. মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে- মূল্যবোধ।
২৭. মূল্যবোধের ধারণাটি- মানুষের আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত।
২৮. বয়সের সাথে পরিবর্তন ঘটে- মূল্যবোধের।
২৯. মানুষের সামাজিক আচরণের মাপকাঠি হলো- মূল্যবোধ।
৩০. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া- নৈতিক মূল্যবোধ।
৩১. মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে জড়িত- নৈতিকতা।
৩২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতির প্রধান ধাপ- শৃঙ্খলাবোধ।
৩৩. মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করার অন্যতম উপায়- শিক্ষা।
৩৪. সমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে- মূল্যবোধ।
৩৫. মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান- আইনের শাসন।
৩৬. গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ- সহনশীলতা।
৩৭. মানুষের কাজের মানদণ্ড হলো- মূল্যবোধ।

Teacher's Work

১. **মূল্যবোধ দৃঢ় হয়–** *[৪১তম বিসিএস]*
ⓚ শিক্ষার মাধ্যমে ⓛ সুশাসনের মাধ্যমে ⓜ ধর্মের মাধ্যমে ⓝ গণতন্ত্রের মাধ্যমে — ক

২. **নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ⓚ সমাজ ⓛ নৈতিক চেতনা ⓜ রাষ্ট্র ⓝ ধর্ম — খ

৩. **মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো–** *[৪১তম বিসিএস]*
ⓚ বিভিন্নতা ⓛ পরিবর্তনশীলতা ⓜ আপেক্ষিকতা ⓝ উপরের সবগুলো — ঘ

৪. **মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো–** *[৪০তম বিসিএস]*
ⓚ উন্নয়ন ⓛ গণতন্ত্র ⓜ সংস্কৃতি ⓝ সুশাসন — গ

৫. **মূল্যবোধ পরীক্ষা করে-** *[৩৮তম বিসিএস]*
ⓚ ভাল ও মন্দ ⓛ ন্যায় ও অন্যায় ⓜ নৈতিকতা ও অনৈতিকতা ⓝ সবগুলো — ঘ

৬. **আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি?** *[৩৭তম বিসিএস]*
ⓚ সত্য ও ন্যায় ⓛ সার্থকতা ⓜ শঠতা ⓝ অসহিষ্ণুতা — ক

৭. **সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?** *[৩৫তম বিসিএস]*
ⓚ আইনের শাসন ⓛ সাম্য ⓜ নৈতিকতা ⓝ উপরের সবগুলো — ঘ

৮. **মূল্যবোধ কী?** *[৩৫তম বিসিএস]*
ⓚ মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
ⓛ শুধু মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা
ⓜ সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
ⓝ মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ — ক

Unique Question for Student Practice

১. **কোনটি নৈতিক মূল্যবোধ?**
ⓚ অন্যায় থেকে বিরত থাকা ⓛ পাগলামি করা
ⓜ ধর্মীয় বিশ্বাস ⓝ সহমর্মিতা — ক

২. **সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো কী থেকে বেশি পরিমাণে উদ্ভূত হয়?**
ⓚ সামাজিক আচরণ ⓛ সামাজিক প্রথা
ⓜ সামাজিক বৈষম্য ⓝ সামাজিক নীতি — খ

৩. **মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে কী বলা হয়?**
ⓚ মূল্যবোধ ⓛ আইন
ⓜ নৈতিকতা ⓝ মিথ্যাচার — গ

৪. **সামাজিক মূল্যবোধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা যায়?**
ⓚ সামাজিক ন্যায়বিচার ⓛ সামাজিক মাপকাঠি
ⓜ সামাজিক বৈচিত্র্যময়তা ⓝ সামাজিক সেতুবন্ধন — খ

৫. **মূল্যবোধগুলো সমাজে কী হিসেবে কাজ করে?**
ⓚ সামাজিক সেতুবন্ধন ⓛ সামাজিক বিভিন্নতা সৃষ্টি
ⓜ সামাজিক অবক্ষয় ⓝ সহমর্মিতা — ক

৬. **মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ডকে কী বলা হয়?**
ⓚ সামাজিক মূল্যবোধ ⓛ রাজনৈতিক মূল্যবোধ
ⓜ নৈতিক মূল্যবোধ ⓝ ধর্মীয় মূল্যবোধ — ক

৭. **কীসের মাধ্যমে মূল্যবোধ দৃঢ় হয়?**
ⓚ শিক্ষার মাধ্যমে ⓛ প্রযুক্তির মাধ্যমে
ⓜ অর্থের মাধ্যমে ⓝ নৈতিকতার মাধ্যমে — ঘ

৮. **সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি কোনটি?**
ⓚ যৌক্তিকতা ⓛ সহনশীলতা
ⓜ প্রজ্ঞা ⓝ ব্যক্তিত্ব — খ

৯. **'নিজের ওপর, নিজের দেহ ও মনের ওপর ব্যক্তিই সার্বভৌম' উক্তিটি কার?**
ⓚ লাস্কি ⓛ ম্যাকাইভার
ⓜ জেমস মিল ⓝ জন স্টুয়ার্ট মিল — ঘ

১০. **হেদায়া ও আলমগীরী কী?**
ⓚ রোমান আইনগ্রন্থ ⓛ হিন্দু আইনগ্রন্থ
ⓜ মুসলিম আইনগ্রন্থ ⓝ বৌদ্ধদের আইনগ্রন্থ — ক

১১. **'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া'-এটা নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত?**
ⓚ ধর্মীয় আইন ⓛ নৈতিক আইন
ⓜ প্রথাভিত্তিক আইন ⓝ সামাজিক আইন — খ

১২. **'সাম্য সে সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার সাথে বিসর্জন দিতে না হয়'- এ উক্তিটি কার-**
ⓚ এরিস্টটল ⓛ অধ্যাপক উইলোবি
ⓜ অধ্যাপক গার্নার ⓝ অধ্যাপক লাস্কি — ঘ

১৩. **সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজ জীবনে বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত বিষয়ে সমাজবাসীদের সহমতে ঐক্য' সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?**
ⓚ মেরিল ⓛ গুলসেন
ⓜ স্পেন্সার ⓜ মার্কস — খ

১৪. **'মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ-এ সংজ্ঞাটি কার?**
ⓚ স্টুয়ার্ট সি ডড ⓛ এইচডি স্টেইন
ⓜ এম ডব্লিউ পামফ্রে ⓝ ক্লাইড ক্লুখোন — গ

১৫. **সামাজিক মূল্যবোধগুলো সমাজে কী হিসেবে ভূমিকা পালন করে?**
ⓚ সামাজিক ন্যায়বিচার ⓛ সামাজিক মাপকাঠি
ⓜ সামাজিক বৈচিত্র্যময়তা ⓝ সামাজিক সেতুবন্ধন — খ